দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 MAY 2013 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঝুঁকিপূর্ণ স্কুল ভবনের কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে লেখাপড়া

□ ইত্তেফাক ডেস্ক

দেশের বিভিন্নস্থানে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার করা হয়নি। এসব প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করা হচ্ছে। খবর ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের।

মধুখালী (ফরিদপুর)

ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলার সদরে অবস্থিত মধুখালী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতলা একটি বিল্ডিং-এ ফাটল এবং ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় সেটাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম শফিক। এদিকে বিল্ডিংটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস.এম শফিক জানান, ভবনের বিভিন্ন অংশে ফাটল ও জরাজীর্ণ থাকায় ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এটিকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবর পাঠানো হয়েছে।

মোরেলগঞ্জে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের ভিতর ক্লাস করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা —ইত্তেফাক

উখিয়া (কক্সবাজার)

উখিয়ার বিভিন্ন ইউনিয়নে নাজুক অবস্থায় বিদ্যমান ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী সরেজমিন পরিদর্শন করে ২টি বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ করে অন্যত্র লেখাপড়া চালিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা অফিস ও উপজেলা প্রশাসনে পৃথক প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উপজেলা প্রকৌশলী মোহাম্মদ জামালউদ্দিন জানান, এ উপজেলার বিভিন্নস্থানে ঝুঁকিপূর্ণ স্কুলভবনগুলো প্রত্যক্ষ করে ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ব্যবহার অনুপযোগী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও)

পীরগঞ্জ উপজেলায় ২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন ও পরিত্যক্ত ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় কর্তৃপক্ষ নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. নজরুল ইসলাম জানান। যেসব পুরাতন ভবন নিলামের জন্য অনুমতিতে সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে- পীরগঞ্জ মডেল, জোবরাদহ-১, বেতুরা-শেতেরাই, অভয়কুণ্ডিরা, জগন্নাথপুর, খনগাঁও, চাঁদপুর, কিসমত বৈরনপুর, তিরহটী, নারায়ণপুর, পয়েন্ডা, বাবার নারায়ণপুর, সিংগারোল-১, নন্দনপুর, মডুড়, নোয়াখী, চন্দ্রিকা, কদরাই, বৈরচুনা ও সাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জানা যায় উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার অফিস ইতিমধ্যে উক্ত ভবনগুলোর সম্ভাব্য নিলাম মূল্য নির্ধারণ করে রিপোর্ট দাখিল করেছে।

মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার ১৬ ইউনিয়ন ও পৌরসভার অর্ধ-শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে শত শত ছাত্র-ছাত্রী। এসব ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণ কিংবা সংস্কারের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উপজেলা দৈবজ্ঞহাটী ইউনিয়নের কে কে গোলেরহাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নের রাতিব পৃতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইচডিএম গাজী নুরউদ্দিন দাখিল মাদ্রাসা, পুটিখালী ইউনিয়নের বিশিপিএর ব্যবসায়িক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বহরবুনিয়া ইউনিয়নের ফুলহাতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, চিংড়াখালী ইউনিয়নের সিংজোড় চিংড়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সহ অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শত শত শিশু, ছাত্র-ছাত্রী ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে।

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার গোপিনাথপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাটির তৈরি ভবনের ৪টি কক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে উপজেলা প্রকৌশলী। উপজেলা প্রকৌশলী তজুক হোসেন ঐ ৪টি কক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সিলগালা করেছে। আক্কেলপুর উপজেলা প্রকৌশলী তজুক হোসেন জানান, বিদ্যালয় পরিদর্শনে ৪টি কক্ষ ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ছাত্রীদের ক্লাস বন্ধ করে সিলগালা করা হয়।

সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা)

উপজেলার ডাটিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ও ফাটল একপাশ দেবে যাওয়া ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান করছে শিক্ষকরা। ১৯৯১ সালের মে মাসে ৩ কক্ষবিশিষ্ট ভবনটি নির্মিত হয়। নির্মাণের ১৬ বছর যেতে না যেতেই ভবনটির পূর্ব-দক্ষিণ কোণ দেবে গিয়ে গোটা ভবনের বিভিন্ন কক্ষ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আর এভাবে ভবনটিতে ৩০১ জন শিক্ষার্থী ও ৬ জন শিক্ষক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাঠদান করে আসছে। যে কোন মুহূর্তে ভবনটি ধসে গিয়ে প্রাণহানি ঘটতে পারে বলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা জানান।

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার)

কমলগঞ্জ উপজেলার ডাবরীগাঁও উচ্চ বিদ্যালয়ের ৪০ বছরের পুরোনো একটি ভবনের ৩টি কক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে কক্ষের অভাবে বিদ্যালয় মাঠে খোলা আকাশের নিচে চলছে ক্লাস। মৌলভীবাজার জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আব্দুল নাসির বলেন, তিনি ইতিমধ্যে কমলগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারকে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে তাকে অবহিত করার জন্য বলেছেন। এ বিষয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রকৌশলীর সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান।

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম)

সাতকানিয়ার একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফাটল ও ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ায় ঝুঁকির মধ্যে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। ইতিমধ্যে উপজেলা প্রশাসন এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোর তালিকা করতে শুরু করেছে। উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রকাশচন্দ্র পাল বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ ৩৪টি ভবনের তালিকা উপজেলা প্রকৌশল বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে ২২টি ভবন।